مؤسسة وكالات الحج البنغلاديشية
হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
HAJJ AGENCIES ASSOCIATION OF BANGLADESH

নং-হাব/হঃপ্যাঃঘোঃ/প্রেস ব্রিফিং/২০২৩/৩০২ তারিখঃ ১৪ নভেম্বর ২০২৩ ইং

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ২০২৪ (১৪৪৫ হিঃ) ঘোষনা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

তারিখ ঃ ১৪ নভেম্বর ২০২৩, মঙ্গলবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকা
সাঙ্গু ব্যাংকুইট হল, হোটেল ভিক্টরি, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য 'হাব' এর পক্ষ থেকে সকল গণমাধ্যমকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। প্যাকেজ মূল্য ঘোষনাসহ হজ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, বিশেষ করে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমণেচ্ছু সম্মানিত হজযাত্রীদের অবহিত করার লক্ষ্যে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন। আপনাদের বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে হাব কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আপনাদের মাধ্যমে সম্মানিত হজযাত্রী ও বাংলাদেশের সকলকে অবহিত করছি ঃ

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন ২০২৪ খ্রিঃ/৯ জিলহজ ১৪৪৫ হিজরি সনের পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ বৎসর সর্বমোট ১,২৭,১৯৮ জন হজযাত্রী হজব্রত পালন করবেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০,১৯৮ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১,১৭,০০০ (এক লক্ষ সতের হাজার) জন হজযাত্রী হজে গমণ করবেন।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য ২টি হজ প্যাকেজ করা হয়েছে। **(১) সাধারণ হজ প্যাকেজ (২) বিশেষ হজ প্যাকেজ।** তাছাড়াও প্রত্যেক এজেন্সী হজযাত্রীদের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন প্যাকেজ করতে পারবেন।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য কুরবানি ব্যতিত **"সাধারণ হজ প্যাকেজ" মূল্য মোট ৫৮৯৮০০ (পাঁচ লক্ষ উননব্বই হাজার আটশত) টাকা যা গত বছরের সর্বনিম্ন প্যাকেজ থেকে ৮২৮১৮ টাকা কম** এবং "বিশেষ হজ প্যাকেজ" মূল্য **৬৯৯৩০০.০০** (ছয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যার বিভাজন নিম্নরূপ ঃ

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার "সাধারণ হজ প্যাকেজ-২০২৪"

ক্রঃ নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
১	**(ক)** মক্কার বাড়ী/হোটেল ভাড়া ভ্যাট সহ =৪৫৬২.৮২ সৌ.রি. (খ) মদিনার বাড়ী/হোটেল ভাড়া ভ্যাট সহ = ৯০২.২৪ সৌ. রি.	১৬৯৪১৬.৮৬
২	**পরিবহন ব্যয়:** জেদ্দা-মক্কা-মদিনা ও আল-মাশায়ের (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা) প্রদেয় ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ) ১২৩৮.৫৫ সৌ.রি.	৩৮৩৯৫.০৫
৩	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ) : ১৫.০০ সৌ.রি.	৪৬৫.০০
৪	**(ক) সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ):** পবিত্র হজের ৫ দিন মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(মিনার তাঁবুর 'ডি' ক্যাটাগরি অনুসারে)** ২০৯৩.৮৫ সৌ.রি.	৬৪৯০৯.৩৫
	(খ) অন্যান্য চার্জ: (i) ভিসা ফি : ৩০০ সৌ.রি. (ii) স্বাস্থ্য বীমা বাবদ সৌদি সরকারকে প্রদেয় ফি: ২৮.৭৫ সৌ.রি. (iii) ইলেক্ট্রনিক্স সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (iv) গ্রাউন্ড সার্ভিস ফি: ৯৮৩.২৫ সৌ.রি. (v) ক্যাম্প ফি: ৭৮৪.০০ সৌ.রি.	৬৬৮২৯.৮০
৫	জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে মক্কা/মদিনা হোটেলে লাগেজ পরিবহন (মক্কা রোড সার্ভিস) ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ): ২০.৭০ সৌঃ রিঃ	৬৪১.৭০
৬	খাওয়া খরচ	৩৫০০০.০০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**৩৭৫৬৫৭.৭৬**

চলমান পাতা-২

সাত্তারা সেন্টার, ১৬তম তলা, ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০
Sattara Centre, 15th Floor, 30/A, Nayapaltan, VIP Road, Dhaka-1000
Tel: 58317030, 222228867, 222220868, E-mail: haab01bd@gmail.com, Website: www.haabbd.com

	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:	
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ (Dedicated Hajj Flight) (iv) মূল ভাড়া ১,৭৯,৭৩৯.০০ টাকা (v) এজেন্ট কমিশন ২,৮৭৫.০০ টাকা (vi) ট্যাক্স ১২,১৮৬.০০ টাকা	১৯৪৮০০.০০
২	**অন্যান্য খরচ:** আইডি কার্ড, ল্যাগেজ ট্যাগ ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি	৮০০.০০
৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড):	২০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি	৪০০.০০
৫	হজ গাইড বাবদ প্রদেয়	১৩০১০.৮০
৬	এজেন্সীর সার্ভিস চার্জ ও মোনাজ্জেম	৫০০০.০০
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**২১৪২১০.৮০**
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়	**৫৮৯৮৬৮.৫৬ বা ৫৮৯৮০০.০০**
	সর্বমোট কথায় ঃ পাঁচ লক্ষ উননব্বই হাজার আটশত টাকা	

নোট: (ক) ২০২৩ সনের বেসরকারি হজ প্যাকেজ মূল্য হতে ৮২৮১৮.০০ (বিরাশি হাজার আটশত আঠার) টাকা কমানো হলো।

(খ) সৌদি রিয়ালের বিনিময় হার ৩১.০০ টাকা হিসাবে ধরা হয়েছে।

বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ প্যাকেজের হজযাত্রীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও করণীয়সমূহ:

(ক) সুযোগ-সুবিধা:

(১) হজ ভিসা এবং সৌদি আরবে যাওয়া-আসার বিমান টিকেট সরবরাহ (২) মক্কা আল-মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারাম এর বাহিরের চত্তর হতে সর্বোচ্চ ২৫০০ মিটার এবং মদিনা আল মনোয়ারায় পবিত্র মসজিদে নববী থেকে সর্বোচ্চ ১৫০০ মিটারের মধ্যে মারকাজিয়া এরিয়ার বাহিরে (৩) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেল/বাড়ি (৪) প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন (৫) মিনার তাঁবুতে ম্যাট্রেস, চাদর, কম্বল ও বালিশ এর ব্যবস্থা (৬) আরাফায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুর ব্যবস্থা (৭) মিনা এবং আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন (৮) মক্কা-মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা (৯) হজযাত্রী ও গাইডদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান (১০) হজ ও ওমরাহ নির্দেশিকা, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ সরবরাহ (১১) দেশে ফেরার পর বিমানবন্দর থেকে হজযাত্রীকে ৫ লিটার জমজম পানি সরবরাহ (১২) কম-বেশি ৪৪ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন গাইড থাকবে (১৩) এজেন্সীর সাথে আলোচনা করে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে রুম আপগ্রেডেশন করা যাবে।

(খ) করণীয়সমূহ:

(১) হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ আনুমানিক ৮০০ (আটশত) সৌদি রিয়াল সঙ্গে নিতে হবে এবং কুরবানি নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করতে হবে (২) সৌদি আরবে সর্বনিম্ন ৩০ দিন সর্বোচ্চ ৪৮ দিন অবস্থান (৩) মদিনায় ৫ হতে ৮ দিন অবস্থান (৪) মুজদালিফায় নিজ ব্যবস্থাপনায় অবস্থান (৫) নিয়মিত সেবন করতে হয় এরূপ ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী (ব্লাড সুগার টেষ্টের ষ্ট্রিপ, নিডিল, ইনসুলিন, ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনের ঔষধ) চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ কমপক্ষে ৫০ দিনের সঙ্গে নিতে হবে (৬) হজ ক্যাম্প ঢাকায় ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস ইস্যু, সিকিউরিটি চেক-ইন এবং বাংলাদেশ অংশের ইমগ্রেশন (৭) হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় মক্কা রোড সার্ভিস এর অধীনে হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এরাইভ্যাল ইমিগ্রেশন (৮) সৌদি আরবে হুইল চেয়ার ব্যবহারের প্রয়োজন হলে নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হবে (৯) হজক্যাম্প ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা (১০) নিবন্ধনের পূর্বে নিবন্ধন ভাউচারের অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলীতে সম্মত হলে নিবন্ধনের অর্থ জমা প্রদান করবেন (১১) এজেন্সীর ব্যাংক একাউন্ট বা সরাসরি এজেন্সীকে টাকা প্রদান করে মানি রশিদ সংরক্ষন করবেন।

চলমান পাতা-৩

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার "বিশেষ হজ প্যাকেজ-২০২৪"

ক্রঃ নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
১	(ক) মক্কা ৬৫০০ ভ্যাট,ট্যাক্স সহ সৌ.রি. (খ) মদিনা ২০০০ ভ্যাট, ট্যাক্স সহ সৌ.রি.	২৬৩৫০০.০০
২	**পরিবহন ব্যয়:** জেদ্দা-মক্কা-মদিনা ও আল-মাশায়ের (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা) প্রদেয় ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ) ১২৩৮.৫৫ সৌ.রি.	৩৮৩৯৫.০৫
৩	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ) : ১৫.০০ সৌ.রি.	৪৬৫.০০
৪	**(ক) সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ):** পবিত্র হজের ৫ দিন মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(মিনার তাঁবুর 'ডি' ক্যাটাগরি অনুসারে)** ২০৯৩.৮৫ সৌ.রি.	৬৪৯০৯.৩৫
	(খ) অন্যান্য চার্জ: (i) ভিসা ফি : ৩০০ সৌ.রি. (ii) স্বাস্থ্য বীমা বাবদ সৌদি সরকারকে প্রদেয় ফি: ২৮.৭৫ সৌ.রি. (iii) ইলেক্ট্রনিক্স সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (iv) গ্রাউন্ড সার্ভিস ফি: ৯৮৩.২৫ সৌ.রি. (v) ক্যাম্প ফি: ৭৮৪.০০ সৌ.রি.	৬৬৮২৯.৮০
৫	জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে মক্কা/মদিনা হোটেলে লাগেজ পরিবহন (মক্কা রোড সার্ভিস) ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ):	৬৪১.৭০
৬	খাওয়া খরচ	৪৫০০০.০০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**৪৭৯৭৪০.৯০**
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:	
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ (Dedicated Hajj Flight) (iv) মূল ভাড়া ১,৭৯,৭৩৯.০০ টাকা (v) এজেন্ট কমিশন ২,৮৭৫.০০ টাকা (vi) ট্যাক্স ১২,১৮৬.০০ টাকা	১৯৪৮০০.০০
২	**অন্যান্য খরচ:** আইডি কার্ড, ল্যাগেজ ট্যাগ ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি	৮০০.০০
৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড):	২০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি	৪০০.০০
৫	হজ গাইড বাবদ প্রদেয়	১৫৩৬২.০০
৬	এজেন্সীর সার্ভিস চার্জ	৮০০০.০০
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**২১৯৫৬২.০০**
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়	**৬৯৯৩০২.৯০** **বা** **৬৯৯৩০০.০০**
	সর্বমোট কথায় ঃ ছয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত টাকা	

নোট : সৌদি রিয়ালের বিনিময় হার ৩১.০০ টাকা হিসাবে ধরা হয়েছে।

বেসরকারি মাধ্যমের "বিশেষ প্যাকেজের" হজযাত্রীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও করণীয়সমূহ:

(ক) সুযোগ-সুবিধা:

(১) হজ ভিসা এবং সৌদি আরবে যাওয়া-আসার বিমান টিকেট সরবরাহ (২) মক্কা আল-মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারাম এর বাহিরের চত্বর হতে সর্বোচ্চ ১০০০ (এক হাজার) মিটার এবং মদিনা আল মনোয়ারায় মারকাজিয়া এরিয়ার মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা (৩) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেল/বাড়ি (৪) প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন

চলমান পাতা-৪

(৫) মিনার তাঁবুতে ম্যাট্রেস, চাদর, কম্বল ও বালিশ এর ব্যবস্থা (৬) আরাফায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুর ব্যবস্থা (৭) মিনা এবং আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন (৮) মক্কা-মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা (৯) হজযাত্রী ও গাইডদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান (১০) হজ ও ওমরাহ নির্দেশিকা, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ সরবরাহ (১১) দেশে ফেরার পর বিমানবন্দর থেকে হজযাত্রীকে ৫ লিটার জমজম পানি সরবরাহ (১২) কম-বেশি ৪৪ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন গাইড থাকবে। (১৩) এজেন্সীর সাথে আলোচনা করে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে রুম আপগ্রেশন করা যাবে।

(খ) করণীয়সমূহ:

(১) হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ আনুমানিক ৮০০ (আটশত) সৌদি রিয়াল সঙ্গে নিতে হবে এবং কুরবানি নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করতে হবে (২) সৌদি আরবে সর্বনিম্ন ৩০ দিন সর্বোচ্চ ৪৮ দিন অবস্থান (৩) মদিনায় ৫ হতে ৮ দিন অবস্থান (৪) মুজদালিফায় নিজ ব্যবস্থাপনায় অবস্থান (৫) নিয়মিত সেবন করতে হয় এরূপ ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী (ব্লাড সুগার টেষ্টের ষ্ট্রিপ, নিডিল, ইনসুলিন, ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনের ঔষধ) চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ কমপক্ষে ৫০ দিনের সঙ্গে নিতে হবে (৬) হজ ক্যাম্প ঢাকায় ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস ইস্যু, সিকিউরিটি চেক-ইন এবং বাংলাদেশ অংশের ইমগ্রেশন (৭) হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় মক্কা রোড সার্ভিস এর অধীনে হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এরাইভ্যাল ইমিগ্রেশন (৮) সৌদি আরবে হুইল চেয়ার ব্যবহারের প্রয়োজন হলে নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হবে (৯) হজক্যাম্প ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা (১০) নিবন্ধনের পূর্বে নিবন্ধন ভাউচারের অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলীতে সম্মত হলে নিবন্ধনের অর্থ জমা প্রদান করবেন। (১১) এজেন্সীর ব্যাংক একাউন্ট বা সরাসরি এজেন্সীকে টাকা প্রদান করে মানি রশিদ সংরক্ষন করবেন।

(১) কোন এয়ারলাইন্স এ বছর Dedicated ফ্লাইট ব্যতিত সিডিউল ফ্লাইটে কোন হজযাত্রী বহন করতে পারবে না।

(২) প্যাকেজ ঘোষণার পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক কোন খাতে খরচ বৃদ্ধি করা হলে তা প্যাকেজ মুল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে পরিশোধ করতে হবে।

(৩) আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ থেকে বেসরকারি হজযাত্রীদের নিবন্ধন শুরু হবে।

(৪) **হজ প্যাকেজের অর্থ পরিশোধ:** বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক হজযাত্রী নূন্যতম ২,০৫০০০/= (দুই লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা জমা দিয়ে নিবন্ধিত হতে পারবেন। **হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে অবশ্যই স্ব স্ব এজেন্সীর ব্যাংক হিসাবে জমা করে অথবা এজেন্সীর অফিসে জমা দিয়ে মানি রিসিট গ্রহণ ও সংরক্ষন করবেন।** কোনক্রমেই মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট কোন প্রকার লেনদেন করবেন না।

(৫) প্রত্যেক হজযাত্রী হজ প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত সুযোগ সুবিধার বিষয়ে অবগত হয়ে এজেন্সির সাথে চুক্তিবদ্ধ হবেন।

(৬) **পাসপোর্ট:** হজযাত্রীদেরকে নিজ উদ্যোগে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। **যার মেয়াদ ৩০ ডিসেম্বর,২০২৪ পর্যন্ত থাকতে হবে।** পাসপোর্ট করার জন্য আবেদন করার সময় হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধনে ব্যবহৃত জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্মনিবন্ধনের নম্বর হুবহু লিপিবদ্ধ করতে হবে। সৌদি ভিসা লজমেন্টে জটিলতা দূর করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নামে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্টের তথ্য পাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে গাঁথা যাবে না বা অন্য কোনভাবে ছিদ্র করা যাবে না।

(৭) **হজযাত্রীর বয়সসীমা:** এ বছর ৬৫ বা তদুর্ধ বয়সের হজগমণেচ্ছুগণও পবিত্র হজে গমণ করতে পারবেন।

(৮) **কুরবানি:** কুরবানি খরচ প্রত্যেক হজযাত্রীকে পৃথকভাবে নিজ দায়িত্বে সঙ্গে নিতে হবে।

(৯) **প্রশিক্ষণ:** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং হাব-এর যৌথ উদ্যোগে ২০২৪ সনের হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঢাকা শহরের তিনটি স্থানসহ বাংলাদেশের সকল জেলা সদরে হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। হজযাত্রীগণ অনলাইনে প্রশিক্ষণের স্থান নির্বাচন করতে পারবেন।

(১০) **হাজী হারানো প্রসঙ্গে:** হজযাত্রীগণকে সৌদি আরবে সবসময় গলায় আইডি কার্ড ঝুলিয়ে রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল। তাছাড়া সবসময় দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করা এবং দলছুট না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

(১১) **সৌদি আরবের অভ্যন্তরে যানবাহন সুবিধা:** হজযাত্রীদের সৌদি আরবে পৌছার পর জেদ্দা-মক্কা-মদিনা অথবা মদিনা-মক্কা-জেদ্দা ইত্যাদি সকল যানবাহন সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকারের নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের।

(১২) **মিনা,আরাফা, মুজদালিফা:** হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ মক্কা থেকে মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা ইত্যাদি সকল যানবাহন নিশ্চিত করা এবং মিনা ও আরাফায় তাবু, খাবারসহ আনুসাঙ্গিক সকল সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকার নিয়োজিত মোয়াচ্ছাসার অধিনস্থ মোয়াল্লেমদের। হজ এজেন্সিগুলো মোয়াল্লেমদের সহিত সমন্বয় করে হজযাত্রীদের এই সেবা নিশ্চিতে কাজ করবে।

চলমান পাতা-৫

(১৩) হজ এজেন্সির একাউন্টে সমুদয় টাকা জমাদান ব্যতিত কোন হজযাত্রী মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল কিংবা ফড়িয়াদের হাতে টাকা দিলে সে হজযাত্রী প্রতারিত হতে পারেন। হজযাত্রীগণ মধ্যস্বত্বভোগী, দালালদের সাথে হজে গমণের জন্য কোনরুপ আর্থিক লেনদেন করে প্রতারিত হলে তার জন্য সরকার কিংবা হাব অথবা হজ এজেন্সি দায়ী থাকবে না।

(১৪) হজ এজেন্সীগুলো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ বিভিন্ন মানের ও প্যাকেজ মূল্যের স্ব স্ব প্যাকেজ ঘোষনা করতে পারবেন।

(১৫) হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে হজে গমণের সময় বাংলাদেশ অংশের ইমিগ্রেশন, ঢাকা আশকোনা হজ ক্যাম্পে এবং রুট-টু-মক্কা সার্ভিসের অধীনে প্রেরিত হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এরাইভ্যাল ইমিগ্রেশন, ঢাকা হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সম্পন্ন করা হবে। তাছাড়া চট্টগ্রাম ও সিলেট এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি গমণকারী হজযাত্রীগণের ইমিগ্রেশন চট্টগ্রাম ও সিলেট এয়ারপোর্ট থেকে সম্পন্ন করা হবে এবং সৌদি আরব পর্বের ইমিগ্রেশন সৌদি আরবে সম্পন্ন করা হবে।

(১৬) হজের সার্বিক খরচ ছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

(১৭) প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিষেধক টিকার সনদ লাগবে।

(১৮) এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিমানে ভ্রমনকালে কোন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করতে পারবেন না। রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রবিহীন ঔষধ সঙ্গে নেয়া যাবে না। হজযাত্রী গাইড বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি জর্দা, গুলসহ নেশাজাতীয় দ্রব্য চাল, ডাল, শুটকী, গুড় ইত্যাদিসহ খাদ্যদ্রব্য যেমনঃ রান্না করা খাবার, তরি-তরকারী, ফলমূল, পান, সুপারি ইত্যাদি কোনক্রমেই সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

(১৯) হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্য সংরক্ষন ও সরবরাহ, নিবন্ধন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে।

(২০) প্রত্যেক হজযাত্রী ২৩ কেজি ওজনের ২টি ব্যাগে সর্বোচ্চ ৪৬ কেজি ও হাত ব্যাগে ৭ কেজি মাল বহন করতে পারবেন এবং ৫ লিটার জম জম এর পানি পাবেন। এক্ষেত্রে, হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সের নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশের এয়ারপোর্টে জমজমের পানি পাওয়া যাবে। হজযাত্রীকে তার এয়ারলাইন্স হতে জমজমের পানি কিভাবে প্রদান করা হবে, তা জেনে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, একটি স্বতন্ত্র টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া পূণঃনির্ধারণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর হাব এর পক্ষ থেকে আবেদন পেশ করা হয় গত ৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে। আমরা প্রত্যাশা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া কমানোর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই হজযাত্রীদের কল্যানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইতোমধ্যে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছেন। বিমান ভাড়া কমানো হলে হজ প্যাকেজের মূল্যও কমানো হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০২৩ সালের হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া ছিল ১,৯৭,৭৯৭.০০ টাকা। ২০২৪ সালের বিমান ভাড়া নির্ধারণের পূর্বে গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে হাব মাননীয় বিমান প্রতিমন্ত্রী বরাবর ভাড়া কমানোর আবেদন করে। তাছাড়া হজ সংক্রান্ত সকল সভায় হাব বিমান ভাড়া কমানোর দাবী জোড়ালোভাবে উত্থাপন করে। হাব এর জোড়ালো দাবীর প্রেক্ষিতে ও যৌক্তিক কারণে ২০২৪ সালের হজে বিমান ভাড়া ১,৯৪,৮০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা গত বছরের তুলনায় ২৯৯৭ টাকা কম।

এবছর শতভাগ হজযাত্রীদের (সিলেট ও চট্টগ্রাম বাদে) সৌদি অংশের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। "মক্কা রুট ইনিশিয়েটিভ" এর আওতায় হজযাত্রীদের কল্যাণে প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করার জন্য Dedicated হজ ফ্লাইট হওয়া বাধ্যতামুলক। হজযাত্রী পরিবহনে Dedicated Ferry ফ্লাইটের হিসাব করেই সর্বোচ্চ মূল্যে বিমান ভাড়া নির্ধারন করা হয়েছে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে Dedicated Ferry ফ্লাইটের ভাড়া নিলেও এয়ারলাইন্সগুলো শিডিউল ফ্লাইটেও হজযাত্রী পরিবহন করেছে। কিন্তু এ বছর হজযাত্রীদের প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন করতে হলে অবশ্যই সকল হজ ফ্লাইট Dedicated হতে হবে। প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশনের জন্য Dedicated হজ ফ্লাইট থাকা বাধ্যতামুলক। তাই আপনাদের মাধ্যমে আবারো হাব এর পক্ষ থেকে জোরালো দাবী জানাচ্ছি যেহেতু Dedicated Ferry ফ্লাইটের ভাড়া পরিশোধ করা হচ্ছে, তাই হজযাত্রীদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন ঢাকায় নিশ্চিত করার জন্য সকল হজ ফ্লাইট Dedicated হতে হবে। কোনভাবেই কোন শিডিউল ফ্লাইটে হজযাত্রী পরিবহন করা যাবে না।

চলমান পাতা-৬

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আপনারা অবহিত রয়েছেন যে, বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনায় আমুল পরিবর্তন এসেছে। রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হজ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি বিষয় নিজে প্রত্যক্ষ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার দক্ষ, বলিষ্ঠ ও সময়োচিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে হজ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুচারু ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে আসছে। হজ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হাব নিরলস ও সততার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ হজ ব্যবস্থাপনায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে সম্পন্ন হওয়ার কারণে হজযাত্রীদের অনেক কষ্ট লাঘব হয়েছে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি, আমরা আরো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনকে, বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার সহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দেকে।

এছাড়াও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম, যুগ্মসচিব জনাব ড. মোঃ মঞ্জুরুল হক, উপসচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব জনাব মোঃ সাদিকুর রহমান খান, সচিবের একান্ত সচিব জনাব এ,এস,এম মাঈন উদ্দিন, সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব এস.এম. মনিরুজ্জামানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যারা হাব এর প্রতিটি কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পাসপোর্ট অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সউদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ডঃ জাভেদ পাটোয়ারী, মক্কাস্থ কাউন্সেলর হজ জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম এবং জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেল সহ পবিত্র মক্কা-মদিনায় হজ কার্যক্রমে নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা ঢাকা হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম এর প্রতি।

হজযাত্রীদের অকৃতিম সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসুফ ইসা আলদুহাইলান এবং দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা আশাকরি ২০২৪ সালের হজেও সৌদি দূতাবাসের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল সম্মানিত হাব সদস্যকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের আন্তরিক সহযোগিতায় হজ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সুশৃঙ্খল ও সফলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় ২০২৩ সালের হজ অতীতের যেকোন বছর থেকে সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা আশাকরি ২০২৪ সালের হজেও আপনাদের এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। সংবাদ মাধ্যমের নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য হাব পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমরা আশা করি সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হউন।

আল্লাহ্ হাফেজ ॥

ফারুক আহমদ সরদার
মহাসচিব

এম.শাহাদাত হোসাইন তসলিম
সভাপতি